ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

রাজশাহী জেলার মধ্যবিত্ত সমাজের ভূমিকা: আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ড. মোসাঃ ইয়াসমীন আকতার সারমিন*

সারসংক্ষেপ: সমাজের অন্যতম চালিকা শক্তিরূপে পরিগণিত মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঘটে সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে। তৎকালীন ব্রিটিশ বাংলার অন্যতম জেলা রাজশাহীতে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য শুধু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অর্থনৈতিক শোষণ বা পরিবর্তন নয় বরং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কর্তৃক প্রবর্তিত আইন ব্যবস্থা, প্রশাসনিক পরিবর্তন এবং ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন প্রধান ভূমিকা রেখেছিল। এ অঞ্চলের জনগণ প্রয়োজনের তাগিদেই ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষিত শ্রেণি হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তবে এ শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয় বহুল হওয়ায় সবার পক্ষে এই শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব ছিল না। নব্য জমিদার, ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্বভোগী, ধনী কৃষক প্রভৃতি জনগণের সন্তানেরাই এ শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। শিক্ষা শেষে কেউ শিক্ষকতা, কেউ সরকারী চাকুরি, কেউ আইনজীবী প্রভৃতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এদের সমন্বয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠে। এ মধ্যবিত্ত সমাজ শুধু একটি নতুন শ্রেণিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি, সমাজ সচেতন শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ সমাজ প্রধান ভূমিকা রেখেছিল। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উদ্যোগে এবং কখনও জমিদারদের অর্থানুকূল্যে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ পাশ্চাত্য ভাবধারায় অবগাহন করলেও সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারগুলো দূর করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। সমাজ সংস্কারের সে প্রচেষ্টায় তারা বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকেও সাথে নিতে চেয়েছিল। সমাজ সংস্কারের এ প্রচেষ্টা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[১]

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

নব গঠিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যে নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয় তার অন্যতম প্রধান অভিব্যক্তি ঘটে বিভিন্ন ধরনের সভা-সমিতি ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মধ্যে।[২] এ সকল সভা সমিতিগুলির মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতি। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে জনমত গড়ে তুলতে সভা সমিতির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।[৩]

রাজশাহী জেলার অধিকাংশ আর্থ-সামাজিক সংগঠনগুলি জমিদারদের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হলেও এগুলির সাংগঠনিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের লোকেরা। তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে এ প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালনে সফল হতে পেরেছিল।

এ জেলায় উনিশ শতকের সংগঠনের ইতিহাসে দেখা যায় কলিকাতা ও ঢাকা জেলার অনুকরণে ১৮৫৯ সালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকুমার সরকার ও

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

অন্যান্যদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এ ব্রাহ্মসভার স্থান রাজশাহী শহরের গোয়াল পাড়ায় ছিল বলে জানা যায়।[৪] প্রতি সপ্তাহে প্রার্থনার জন্য এখানে সমাজের অনুসারিরা সমবেত হতেন। এ ছাড়াও প্রতি মাসে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা ছিল। সমাজের বাৎসরিক সভায় কলিকাতার কেন্দ্রীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রতিনিধিরা আগমন করতেন।[৫] ১৮৬৬ সালে ১লা জানুয়ারি কেশব চন্দ্র সেন সম্পাদিত ইন্ডিয়ান মিরর (Indian Mirrar) পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বলা হয়, চুয়াল্লিশটি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। এ তালিকায় বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম সমাজ এর ক্রমিক নম্বর ছিল চব্বিশ। ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্যে নিয়োজিত আট জন ব্যক্তির মধ্যে রাজশাহী ও যশোহর জেলার জন্য একজন ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৬] এ ব্রাহ্ম ধর্মানুসারীদের বিশেষত্ব সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, প্রথম দিকের ব্রাহ্মরা সবাই ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং এ আন্দোলন ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের আন্দোলন।[৭]

রাজশাহী জেলায় ১২৭১ বঙ্গাব্দে (১৮৬৫) বিশেষ করে রাজশাহী শহরের ব্রাহ্ম ধর্মানুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাদের কর্মতৎপরতা জোরদার হয়। এদের হাত থেকে সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য তাহেরপুরের রাজা চন্দ্র শেখরেশ্বর রায় বাহাদুর এর সহযোগিতায় ও প্রচেষ্টায় প্রথমে শহরের গোয়াল পাড়ায় এবং পরে নাটোরের রাজা আনন্দ নাথ রায় বাহাদুর মিঞাপাড়ায় ধর্মসভাগৃহ নির্মাণ করেন। এ সভায় সুধীজনের আগমন হতো। রাজশাহী জেলার বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ছাত্রজীবনে মাঝে মাঝে স্থানীয় ধর্মসভায় গিয়ে খ্যাতিমান পণ্ডিতদের বক্তৃতা শুনতেন।[৮]

রাজশাহী জেলার প্রথম জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানটি ১৮৫৪ সালে তাহেরপুরের জমিদার বাবু চন্দ্র শেখরেশ্বর রায় কর্তৃক রামপুর বোয়ালিয়ায় স্থাপিত হলেও 'সদাশ্রম' নামক এ প্রতিষ্ঠানটি শহরের মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং দেশের অন্যান্য ভূমি মালিকদের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হত। দানকৃত অর্থ সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হতো।[৯] এর অর্থ নিম্নরূপভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল—

১. শহরের ভিতর দিয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে চলাচলকারী দরিদ্র ব্যক্তিদের এ সদাশ্রম থেকে আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা হতো।
২. মাসিক ভাতা আকারে চার আনা থেকে এক রুপি পর্যন্ত অর্থ গরিব ও অসহায় ব্যক্তিদের প্রদান করা হতো।
৩. এ ছাড়াও বছরের শেষে পৌষ মাসে সাহায্য প্রার্থী দরিদ্র ব্যক্তিদের এক আনা পরিমাণ অর্থ এবং বস্ত্র ও খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।[১০]

এ ধরনের আরো একটি সদাশ্রম বাঘায় স্থাপিত হয়েছিল যা, মুসলমান ভ্রমণকারী এবং ফকিরদের (মুসলমান ধর্মের অনুসারী) খাদ্য ও থাকার বন্দোবস্ত করতো। এ প্রতিষ্ঠানটি দিল্লীর মোগল সম্রাটদের দানকৃত সম্পত্তি থেকে উপার্জিত অর্থে ব্যয় নির্বাহ করতো।[১১]

জনগণের চিকিৎসার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে তৎকালীন রাজশাহী জেলায় বেশ কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। এ চিকিৎসালয়গুলোর ব্যয়ের কিছু অংশ সরকার কর্তৃক এবং কিছু অংশ জেলার বিভিন্ন জমিদার কর্তৃক দেওয়া হতো। এ হাসপাতালগুলোতে

চিকিৎসক পেশায় নিয়োজিত মধ্যবিত্ত সমাজের লোকেরা জনগণের সেবায় নিয়োজিত থেকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। এ হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে রোগী দেখা এবং ঔষধ বিতরণ করা হতো।[১২]

রাজশাহী জেলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতির মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ছিল রাজা জমিদারদের দ্বারা স্থাপিত 'রাজশাহী এসোসিয়েশন ফর দা জমিন্দারস', যা পরবর্তীতে অনিবার্য কারণে শুধু 'রাজশাহী এসোসিয়েশন' নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৩] রাজশাহী জেলার জনসাধারণের হিতকর কার্যসাধনের মহৎ উদ্দেশ্যে ২১শে জুলাই ১৮৭২ইং দীঘাপতিয়ার দানশীল রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীকালীনাথ চৌধুরী দিয়েছেন।[১৪]

রাজশাহী এসোসিয়েশন মূলত রাজা জমিদারদের স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও পরবর্তী কালে এসোসিয়েশনের সংগে যুক্ত 'অব জমিন্দারস' অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়। শিরোনাম পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল সংগঠনটির কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করা, যাতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকে। তবে এসোসিয়েশনের কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা ছিল রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এর শাখার। নতুন জেলাবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক অধিকারের চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। রাজশাহী এসোসিয়েশনের অতি দ্রুত চারিত্রিক পরিবর্তন এনে জমিদার ছাড়াও মহাজন, ব্যবসায়ী, শিক্ষকদের সদস্য পদ প্রদান করে জনহিতকর কর্মকাণ্ড সম্পাদনের কাজ শুরু করে।[১৫]

রাজশাহী এসোসিয়েশনের উদ্যোগেই রাজশাহী শহরে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত হয় এবং সংগঠনটির প্রত্যক্ষ সহায়তায় শহরে খাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। 'ভিক্টোরিয়া ড্রামাটিক ক্লাব' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত টাউন হলটি দেনার দায়ে হাতছাড়া হয়ে গেলে দিঘাপতিয়ার রাজপরিবারসহ অন্যান্যদের আর্থিক সহায়তায় তা নিলামে ক্রয় করে এসোসিয়েশনের সম্পত্তি করা হয়।[১৬]

দেশের নানাবিধ হিতকর ও কল্যাণকর কার্যসাধনে উচ্চ শিক্ষাবিস্তারে ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে রাজশাহী এসোসিয়েশন যে ভূমিকা পালন করেছে তার তুলনা হয় না। রাজশাহী এসোসিয়েশন ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করে আব্দুলপুর-আমনুরা রেল লাইন স্থাপন করতে এবং এই প্রেক্ষিতে ১৯২৯ সালের ১৪ ই মার্চ প্রথম ট্রেন চলাচল শুরু হয়।[১৭]

রাজশাহী কলেজকে ডিগ্রি কলেজে উন্নীতকরণ, কলেজের মূল ভবনসহ বৃহৎ ছয়টি হোস্টেল নির্মাণ, ছাত্র-ছাত্রীদের টিউশন ফি মাত্র ছয় টাকা নির্ধারণ, পি.এন বোডিং স্থাপন, গরিব ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্যার্থে মেমোরিয়াল ফান্ড গঠন ইত্যাদি কার্যাদি রাজশাহী এসোসিয়েশনের অনুদান এবং কর্মপ্রয়াসের ফল। বি.এ ক্লাশ খোলার পর রাজশাহী কলেজ জেলা স্কুল থেকে স্বতন্ত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠনে পরিণত হয়।[১৮]

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের একটি বড় সংগঠন ছিল 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল

মোহামেডান এসোসিয়েশন।' ১৮৭৮ সালের ১২ই মে ব্যারিস্টার সৈয়দ আমীর আলী কর্তৃক স্থাপিত এ এসোসিয়েশন প্রথম থেকেই একটি সুগঠিত ও সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[১৯] শুধু তাই নয় উদীয়মান নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের 'মুখপত্র' হিসেবে সমকালীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এ এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক শক্তি ও কর্মদক্ষতা অনেক বেশি ছিল।[২০] ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত এসোসিয়েশনের প্রথম পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্টে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, "ন্যায়সংগত ও আইন সম্মত উপায়ে ভারতের মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে এসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে। এসোসিয়েশন ব্রিটিশ রাজের সহিত সু-সম্পর্ক ও আনুগত্য বজায় রেখে চলবে। এটি অতীতের মহান ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করে সংস্কৃতি ও বর্তমানের প্রগতিশীল ধারাগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে কাজ করবে। নৈতিক চেতনার পুনঃবিকাশ এবং ন্যায় ও যুক্তি সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের সমর্থন লাভের দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটানো এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য।"[২১]

১৮৮০-৮১ সালে এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী কেবল কলিকাতা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণ শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শাখা এসোসিয়েশন খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে নাটোরের জমিদার এরসাদ আলী খান চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং জনাব ইমামুদ্দীন এর সম্পাদনায় ১৮৮৪ সালে ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন রাজশাহী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২] ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত বাংলা ও ভারতে এ এসোসিয়েশনের যে ৫২টি শাখা ছিল তন্মধ্যে রাজশাহী শাখার এবং ১৯০৯ সালে বাংলার প্রায় ১৭টি শাখার নামের তালিকায় রাজশাহী শাখার নাম উল্লেখ আছে।[২৩] শাখা এসোসিয়েশনগুলি স্থানীয় সমস্যা ও নিজস্ব আর্থিক সমস্যা স্বাধীন ভাবেই পরিচালনা করতো। তবে মুসলমান জনসাধারণের কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে এবং সরকারের কাছে জাতীয় স্বার্থে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁদের ভাব বিনিময় হবে এবং ঐ প্রতিনিধিকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রের মাধ্যমেই প্রেরণ করতে হবে।[২৪] ১৮৯১ সালে মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং এসোসিয়েশনের জন্য নিজস্ব ভবন তৈরি করেন। এ ভবনটি পরবর্তীকালে রাজশাহী বালিকা বিদ্যালয়কে দান করা হয়।[২৫]

মুসলিম সমাজের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজের বিশিষ্ট মুসলমান আলেম ও বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদের জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় যে, সমিতি এতদঞ্চলের মুসলমানদের জাগ্রত করতে ও পুস্তক রচনা ও প্রকাশ এবং পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ মহান উদ্দেশ্যে তৎকালীন রাজশাহী জেলায় ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর উদ্যোগে ১৮৮৫ সালে স্থাপিত নূর-অল ইমান সমাজ ছিল রাজশাহী জেলার মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমিতি।[২৬] নূর-অল-ইমান সমাজ তৎকালীন খ্যাতনামা আলেম ও শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল।[২৭] শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মূল্যবান মন্তব্যসমূহ এ সমাজ থেকে প্রচারিত হয়। মূলত এটা ছিল একটি প্রকাশিত প্রতিষ্ঠান।[২৮] নূর-অল-ইমান সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত মীর্জা

মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' গ্রন্থে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়[২৯]।

এ সমাজের মুখপত্র হিসেবে নূর-অল ইমান পত্রিকা রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়।[৩০] এ পত্রিকার ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় (১৯০১) 'নূর-অল-ইমান সমাজের কথা' শিরোনামে বলা হয় "যাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বেড়ান তাঁহাদের অধিকাংশই স্বার্থের গোলাম তাঁহারা আমাদের বঙ্গীয় মোসলমান সমাজকে আলস্যের দিকে, ভিক্ষাবৃত্তির দিকে এবং মূর্খতার দিকে টানিয়া লইতেছেন। প্রচারকের মতে প্রচারকের দল সৃষ্টি করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে নতুন ছাঁচে গড়িতে হইবে। বাঙ্গলাদেশের উপযোগী ও এই উন্নত যুগের লায়েক করিয়া শিক্ষার দ্বারা প্রচারক তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তাহা ২/১ বৎসরের কাজ নহে। শিক্ষা দিলেও সকলেই উত্তম প্রচারক হইতে পারিবে না।... এই জন্য আগে গ্রন্থ প্রচার, পরে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।[৩১]

নূর-অল-ইমান সমাজের একটি অনুবাদক কমিটি ছিল। এ কমিটি এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সকলেই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক ছিলেন।[৩২] এ সমাজের বড় অবদান মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর মোট ৭ ভাগে, ৫ খণ্ডে, ১৯০৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ইমাম গাজ্জালীর 'কিমিয়ায়ে সা'আদত' এর অনুবাদ প্রকাশ। এ ছাড়াও তাঁহার রচিত 'দুগ্ধ সরোবর' (১৮৯১) গ্রন্থটি প্রথম এ সমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।[৩৩] এ সমাজ থেকে আরো দুজন লেখকের পুস্তক প্রকাশিত হয়। মুনশী ছমির উদ্দীন আহমেদ বিরচিত 'ওয়ায়েজুল মোমেনীন' এবং মুনশী জোবেদ আলী প্রণীত 'তালিমে সমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[৩৪] নূর-অল-ইমান সমাজ মোট ৬ খানি পুস্তক প্রকাশ করে। উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর রচিত খোশযায়ার, দেওয়ান নাছিরুদ্দীন আহমদের 'পতি ভক্তি' উল্লেখযোগ্য।[৩৫]

মুসলমানদের আরো একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন ছিল আঞ্জুমান হেমায়েতে এসলাম। ১৮৯১ সালে রাজশাহী শহরে মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজেই।[৩৬] এ সংগঠনটি একটি সামাজিক সংগঠন ছিল।[৩৭] উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ইসলাম প্রচারক (আশ্বিন, ১২৯৮) ১৮৯১ইং সংখ্যায় একে ধর্মীয় সভা বলে অভিহিত করে। পত্রিকাটিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে উত্তরবঙ্গের ধর্মবীর মৌলভী হাসেম আলীর উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজশাহীতে হেমায়েতে এসলাম সভা স্থাপিত হয়েছে।[৩৮] নূর-অল-ইমান সমাজের মত এ সংগঠনের দায়িত্ব ছিল মুসলমান সমাজে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও বিদ্যা শিক্ষার প্রসার ঘটানো।[৩৯] মুসলমান জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক মঙ্গলের জন্য সরকারের সদিচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেও সংগঠনটি মনে করতো।[৪০]

ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যেই এর কর্মসূচী নিবেদিত ছিল।[৪১] নূর-অল-ইমান সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত নূর-অল-ইমান পত্রিকায় আঞ্জুমান হেমায়েতে এসলামের প্রচার কার্য চলতে থাকে। "এ পত্রিকায় হেমায়েতে এসলাম ও নূর-অল-ইমান নামক দুটি ভাগ ছিল"।[৪২] এ সংগঠন এবং অপর একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের মুসলমান শিক্ষা

সভার সম্পাদক মৌলভী আব্দুল আজীজ প্রণীত, 'আরব ও পারস্য মধুপাক' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[৪৩] রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বিয়াঘাট নামক স্থানে স্থাপিত মুসলমান সভা 'আঞ্জুমান আহমদী' নাটোরের 'আঞ্জুমান তাইদে ইসলামীয়া' নামক সভার শাখা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছিল।[৪৪]

ইসলাম প্রচারক (আশ্বিন, ১২৯৮বাং) ১৮৯১ইং সংখ্যায় 'ধর্ম্ম-সংবাদ' শিরোনামে উল্লেখ করা হয় যে, রাজশাহী জেলার অর্ন্তগত বিয়াঘাটে 'আঞ্জুমান আহমদী' সভার পরিচালকগণ অভিযোগ করেন যে, এলাকার সাধু জামাতভুক্ত লোকেরা বা ফকীররা সভার বিরুদ্ধাচারণ করেছে। তাই সকলের এ ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ সংবাদ থেকে একথা ধারনা করা যেতে পারে যে ১৮৯১ সন বা তার কিছুকাল পর 'আঞ্জুমান আহমদী' নামে মুসলমানদের জন্য একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল।[৪৫]

ইসলাম প্রচারক (আশ্বিন, ১২৯৮বাং) ১৮৯১ইং সংখ্যায় আরো একটি ধর্ম্ম সভার কথা বলা হয়েছে। এটি নাটোরের 'আঞ্জুমান তাইদে ইসলামিয়া' নামক ধর্ম্ম সভা।[৪৬] নাটোরে 'আঞ্জুমান ইসলামিয়া' নামে একটি সমিতি ছিল, তা কলকাতার মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির কার্যবিররণী (১৯০০) থেকে জানা যায়।[৪৭] জমিদার এরশাদ আলী খান চৌধুরী এ সভার সভাপতি ছিলেন। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা এবং রাজনীতি ছিল এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মুসলমান সমাজের অনেক পদস্থ কর্মচারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এর সাথে জড়িত ছিল। এ সভা ধর্মীয় শিক্ষার সমর্থনে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিয়েছে।[৪৮]

উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত সমাজ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রেখেছিল, তাতে সমাজের আমূল পরিবর্তন না ঘটলেও জনকল্যাণে ব্রতী হয়ে যে সামাজিক আন্দোলন ঘটায়, তার ফল শুভ হয়েছিল, তা বলা যায়। কেননা প্রাচীনতার প্রাচীর পেরিয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারার সুবাতাস প্রবাহিত হয়েছিল বলেই বাঙালি মধ্যবিত্ত তথা এ জেলার মধ্যবিত্ত সমাজসংস্কারের পথ প্রদর্শক হয়েছিল।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ব্রিটিশ শিক্ষা গ্রহণ করে একটা নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম হয়। তারাই ক্রমশঃ স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সমাজের মানুষকে সচেতন করে তোলার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সমাজের কতিপয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন।[৪৯] কিন্তু অর্থনৈতিক পুঁজির উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এবং সামাজিকভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় তাদের রাজনীতি হয়ে উঠেছিল সমঝোতাপূর্ণ এবং আদর্শ বিকৃত। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে উঠলেও চরম কোন পরিবর্তন এনে সমাজের আমূল কোন পরিবর্তন করতে পারেনি।[৫০]

উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের দেওয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা উপভোগ করা এবং সেই সঙ্গে কিছুটা জনস্বার্থে আইন প্রণয়ন এবং সর্বোপরি ব্রিটিশদের নিকট থেকে দেশকে মুক্ত করা। মধ্যবিত্ত সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই বিশেষ করে শিক্ষিতরাই বিভিন্ন

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছিল।[৫১]

ইংরেজ কর্মচারী এবং ইঙ্গ-ভারতীয় কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য ও দেশীয় কর্মচারীদের প্রতি তাদের অশোভন ও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং তাদের এই বর্ণ বিদ্বেষ তাদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ ঘটায় ও ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি করে।[৫২]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজশাহী জেলার জনগণ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও অংশগ্রহণ তাদের রাজনৈতিক সচেতনতারই পরিচয় বহন করে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন, এতদঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের শাখা সংগঠন প্রতিষ্ঠা এসব বিষয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজের ভূমিকা আলোচিত হবে।

জেহাদ নামে পরিচিত এ আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১৮২০ সালে রাজশাহী জেলা ভ্রমণ করেন। পরবর্তীতে মওলানা বেলায়েত আলী রামপুর বোয়ালিয়া এবং অন্যান্য এলাকা পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় মুসলমানদের সংগঠিত ও অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন।[৫৩] রাজশাহী শহরের হেতম খাঁ মসজিদে শাখা কার্যালয় স্থাপিত হয়। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হাজী লাল মোহাম্মদ সরদার এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। আন্দোলন জোরদার হলে এক পর্যায়ে দুয়ারীর পীর আকরম খাঁ এবং সপুরার হাজী মনিরুদ্দীন কারাবরণ করেন। জামীরার পীর মাওলানা মোহাম্মদ, কেশরের পীর হাজী আব্দুল হালীম এবং আতা নারায়ণপুরের হাজী জয়েন উদ্দীন এর নেতৃত্বে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষ এ আন্দোলনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়।[৫৪]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৮৩৬ সালে রাজশাহীতে মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল। এ আন্দোলনে সুদখোর মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল। এ আন্দোলন যে লর্ড ক্যানিং কর্তৃক প্রবর্তিত ১৮৫৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তনের পটভূমি রচনা করেছিল, সে বিষয়ে একমত পোষণ করা যায়।[৫৫] ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কোম্পানির সাথে সহযোগিতা ও যোগাযোগ ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বাংলা তথা রাজশাহী জেলার মধ্যবিত্ত সমাজ। এ মধ্যবিত্ত সমাজ ছিল কোম্পানীর বিভিন্ন কর্মসংস্থানে এবং ভূ-স্বামীদের কাচারীতে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ।[৫৬] কোম্পানীর সৈন্যদের রসদ সংগ্রহ, বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ, বিদ্রোহীদের গতিবিধির উপর নজর রাখা এবং সংবাদ সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে এ মধ্যবিত্ত সমাজ প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানির সাথে সহযোগিতা করে।[৫৭] চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিদ্রোহ সংঘটিত হবার পূর্বেই রাজশাহী জেলার জমিদার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় স্থানীয়ভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান ও রাজানুগত্যসহ সরকারের পক্ষাবলম্বন করা হলে ভারত সরকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মেসার্স ওয়াটসন কোম্পানির গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছাড়া ছোট একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠিত হয় স্থানীয় নীল কুঠিয়াল ও বেসামরিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে রামপুর বোয়লিয়া নামক স্থানে।[৫৮]

১৮৬০ সালে নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজের আন্দোলনে গ্রাম বাংলার উদীয়মান মধ্যবিত্ত সমাজ তথা জোতদার মহাজন সমর্থন জ্ঞাপন ছাড়াও বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ ও পূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েছিল।[৫৯] নীল বিদ্রোহের সময় রাজশাহীতেও এর প্রভাব পড়েছিল। প্রজা সাধারণের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন এবং এতদঞ্চলের গুরুদাসপুর, লালপুর, পুঠিয়া প্রভৃতি স্থানের নীলকুঠি ও রেশম কুঠিতে আক্রমণ চালিয়ে নীলকুঠির কয়েকজন ইংরেজ দেওয়ান ও বহু কর্মচারীকে হত্যা করে।[৬০]

১৮৭২-৭৩ সালের প্রজা বিদ্রোহ যদিও ছিল জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণ রায়ত শ্রেণীর বিদ্রোহ কিন্তু এর নেতৃত্ব দেয় ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত সমাজ।[৬১] নেতৃস্থানীয়দের মধ্য তালুকদার, জোতদার, মোড়ল, প্রামাণিক, ব্যবসায়ী, চাষী, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি সব রকমের প্রতিনিধিকেই পাওয়া যায়। এ আন্দোলনের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান চাষী।[৬২] পাবনাতে প্রজা-বিদ্রোহ শুরু হলে রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার দুবল হাটির নেতা আস্তান মোল্লার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রায় পাঁচ-ছয় বছর ধরে স্থায়ী এ প্রজা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে, যখন দুবল হাটির রাজা হরনাথ রায় খাজনা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে।[৬৩] এ বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে নাটোরের মুনশী মোহাম্মদ মহসেন উল্লাহ ঐক্যবদ্ধ কৃষকদের নিয়ে 'কৃষক সম্মিলনি' গঠন করে জমিদারদের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের অবিচার, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানায়।[৬৪]

এ বিদ্রোহের একটি বিশিষ্ট দিক ছিল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর বিদ্রোহী প্রজার স্বপক্ষে লেখনী ধারণ। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বেঙ্গল ম্যাগাজিন পত্রিকায় রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক পাবনা তথা রাজশাহী জেলার বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন। এছাড়া অনেক চাকুরিজীবী, ভদ্রলোক, জেলার আইনজীবী প্রজাস্বত্ব আইনের ভরসায় জোত জমিতে তাঁদের সঞ্চয় বিনেয়োগ করেন। এরা সহজেই জোতদারের স্বার্থে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করে, আন্দোলনে সহায়তা করে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রজা দরদী প্রবন্ধ লিখেন।[৬৫]

১৮৭০ সালের ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ শিক্ষা প্রত্যাহার (Policy of withdrawl) নীতি গৃহীত হয়। প্রথম স্তরে লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জজ ক্যাম্বেল সিদ্ধান্ত নেন কলেজগুলি একেবারে বন্ধ না করে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবনতি ঘটানো। ফলে কৃষ্ণনগর, রাজশাহী ও বহরমপুর কলেজে বি.এ. ক্লাশ তুলে দেওয়া এবং এফ.এ. পড়ানোর মধ্যে বেঁধে রাখা হয়। তাই ১৮৭০ সালের ২রা জুলাই কলিকাতার টাউন হলে এক বিশাল প্রতিবাদ সভার আহ্বান করা হয়। এ প্রতিবাদ সভায় বিভিন্ন মফস্বল শহর তথা রাজশাহী জেলা থেকেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশগ্রহণ করে।[৬৬]

এ জেলার উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হাজী লাল মোহাম্মদ সরদার দুবার অবিভক্ত বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এর সদস্য (এম.এল.সি) নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক ও চরকাভক্ত।[৬৭] তিনি প্রথম জীবনে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হলেও রাজশাহী জেলার তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ার সি-এইচ নেলসনের সহায়তায় ইটের ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করে জমিদারী ও তালুক সম্পত্তির মালিকানা লাভে সমর্থ হন।[৬৮] তিনি জমিদার হলেও প্রজাস্বত্ব বিল প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান এবং এ বিলের দ্বারা জমিতে

প্রজাদের অধিকার প্রদান প্রসঙ্গে আইন সভায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রস্তাবক্রমে এবং অন্যান্য মুসলিম সদস্যদের সমর্থনে বঙ্গীয় আইন সভার অধিবেশনে নামাজের বিরতি প্রদানের প্রথা চালু হয়।[৬৯]

খান বাহাদুর এমাদুদ্দিন রাজশাহী ডিস্ট্রিকট বোর্ডের প্রথম বেসরকারি নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ছিলেন।[৭০] কিশোরী মোহন চৌধুরী সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতেন। জনগণের কল্যাণের জন্য আজীবন কাজ করে গেছেন। তিনিও লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।[৭১]

রাজশাহী এসোসিয়েশন কোন রাজনৈতিক সংগঠন না হলেও প্রয়োজনবোধে এর মাধ্যমে সরকারের বিবিধ বিল সম্বন্ধে মতামত দান করা হতো। দেশবাসীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন বিল সম্পর্কে এসোসিয়েশন এর সভ্যবৃন্দ তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত সরকারের নিকট ব্যক্ত করতেন। ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুসারে তাঁরা জনমত সৃষ্টির পাশাপাশি আন্দোলন গড়ে তুলতেন।[৭২] ১৮৭৬ সালে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় চেতনা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (ভারত সভা) গঠিত হয়।[৭৩] মূলত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে আদায়ের উদ্দেশ্যে এ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৪] এ এসোসিয়েশনের অনুমোদিত শাখা এসোসিয়েশন ছিল 'নাটোর পিপলস্ এসোসিয়েশন।'[৭৫]

ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের রাজনৈতিক তৎপরতা রাজশাহী জেলাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এ এসোসিয়েশন মিউনিসিপ্যাল সরকার নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের পক্ষে জনমত তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রতিনিধি প্রেরণ করে জননেতাদের নিকট চিঠি বিতরণ করে। শুধু তাই নয় এ লক্ষ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া এবং অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করে। এতে প্রচুর জনগণ অংশগ্রহণ করেছিল। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সমর্থনের কারণে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৮৮৩ সালে প্রথম জাতীয় কনফারেন্স আহ্বান করলে ভারতের বিভিন্ন অংশের মত রাজশাহী (বোয়ালিয়া) থেকেও অনেক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল।[৭৬]

ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের চাকুরিজীবী, আইনজীবী, ডাক্তার, পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, কিছু ব্যবসায়ী এবং কিছু সংখ্যক জমিদার পাশ্চাত্য জাতীয়তাবোধ যেমন ইটালি ও জার্মানির একত্রীকরণ, আয়ারল্যান্ডের হোম রুল আন্দোলনের ভাবধারায় উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবাসীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করার জন্য বড়লাট লর্ড ডাফরিনের অনুমতিক্রমে 'কংগ্রেস' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ১৮৮৫ সালে গঠন করে। এটা ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।[৭৭] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবৃন্দের (১৮৮৪-১৯০৫) মধ্যে রাজশাহী মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুর রহমান ১৮৮৮ সালের অনুষ্ঠিত অধিবেশনে যোগদান করেন।[৭৮] কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এখানকার গ্রামে কংগ্রেস কমিটি গঠন করে কংগ্রেসের আদর্শ সম্পর্কে প্রচারণা চালিয়ে এখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলেন।[৭৯]

তবে কংগ্রেসে সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের চেষ্টা করা হলেও বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের স্বার্থ সম্পর্কিত কিছু বিষয় উপেক্ষিত হয়। তাই এ ব্যাপারে বাঙালি রাজনীতিবিদ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজের সচেতন অংশ রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন করে এবং 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৮৮ সালে এ সমিতির প্রথম অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার প্রায় সকল জেলায়— এ সমিতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৯৭ সালে নাটোরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র ঠাকুরের সভাপতিত্বে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৮০] রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজশাহী জেলার মধ্যবিত্ত সমাজ বিমুখ ছিল না বরং সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রকারের এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা মধ্যবিত্ত সমাজ যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিল, তারই পথ ধরে পরবর্তীতে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি সফলতা পেয়েছিল বলা যায়।

সমাজের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে মধ্যবিত্ত সমাজের অবদান ও ভূমিকার প্রশ্নে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ সমাজের ভূমিকা আলোচনা সাক্ষেপে বলা যায় যে, রাজশাহী জেলার শিক্ষার উন্নতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ ও প্রচার, সামাজিক সংস্কারের লক্ষে বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান সংগঠন স্থাপন ও চালনা এবং রাজনৈতিক বিষয়ক বিভিন্ন কর্মপ্রস্থা প্রণয়নে মধ্যবিত্ত সমাজের অতুলনীয় ভূমিকা ও অবদান উনিশ শতকে যেমন ছিল, বর্তমানেও তার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

তথ্যসূচি:

---

১ আনোয়ারুল ইসলাম, *বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭), পৃ. ৬৩

২ বদরুদ্দীন উমর, *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭), পৃ. ৪৭

৩ মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৫-৮৬

৪ ফজলুল হক, *রাজশাহীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৫ Hunter, W.W. *A Statistical Account of Bengal, Vol. VIII,* (Delhi : D.K. Publishing House, Reprint, ১৯৭৪), p. ৯১.

৬ অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, (কলিকাতা: রত্না প্রকাশন, ১৯৭৪), পৃ. ২২৯-২৩০

৭ মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, পৃ. ১৬৩

৮ ফজলুল হক, *রাজশাহীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৯ Hunter, W.W. *Op., Cit.,* p. ৯০.

১০ Ibid,

১১ Ibid,

১২ Ibid,

১৩ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, "রাজশাহী এসোসিয়েশন ও কতিপয় কীর্তিযস্য বাঙালী", স্মরণিকা ২০০০, রাজশাহী এসোসিয়েশন, পৃ. ৫০

১৪ ১। দেশীয় শিক্ষার উন্নতি,
২। দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন এবং কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতি করা,
৩। ন্যায়ানুগত সাধারণ মত বিকাশের সহায়তা,
৪। দেশের স্বাস্থ্যকারিতা বর্দ্ধন এবং সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন,
৫। দুর্ভিক্ষ ঝড়, জলপ্লাবন, কাতাস অন্য কোন দৈবদুর্ঘটনায় পীড়িত কোন স্থানীয় লোকের কষ্ট মোচন করা এবং তদ্বিষয়ে সাহায্য করা,
৬। সাধারণের ভ্রমণ ও গমনাগমনের উপায় বিধান এবং তদ্বিষয়ে সুবিধা করার উপায় নির্দেশ করা,
৭। ব্যবস্থাপক সভার, রাজকর্মচারীর, গবর্নমেন্টের অন্য কার্যকারকের কোন কার্য্য ও বিধি সমৃদ্ধে দেশীয়-দিগের মনের ভাব ও তাহাদিগের অভাব রাজসমীপে, ব্যবস্থাপক সভায় বা কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট কিম্বা কোন সমাজ কি সভার নিকট এবং গবর্নমেন্টের কার্য ও বিচার সম্বন্ধীয় কর্মচারীগণের নিকট প্রতিনিধি স্বরূপ জ্ঞাপন করা,
৮। উভয় পক্ষের প্রার্থনা মত কোন বিচার মীমাংসার জন্য শালিশ নিযুক্ত করা ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করা। শ্রীকালীনাথ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮-৩৪১

১৫ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, "রাজশাহীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ও রাজশাহী এসোসিয়েশন", স্মরণিকা ২০০০, রাজশাহী এসোসিয়েশন (১৮৭২-১৯৯৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১৬ এস.এম. আব্দুল লতিফ, "রাজশাহী এসোসিয়েশন: অতীত ও বর্তমান", স্মরণিকা, ২০০০, রাজশাহী এসোসিয়েশন, ১৮৭২-১৯৯৮, পৃ. ২৫-২৬

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ?

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ?

১৯ ওয়াকিল আহমদ, "সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন", ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, (ঢাকা: ইতিহাস সমিতি, ১৩৮৩-৮৪ বাং), পৃ. ১১২

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

২১ কাজী আব্দুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি., ১৯৯০), পৃ. ৫১৮-৫১৯

২২ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

২৩ ওয়াকিল আহমেদ, "সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন", প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২২

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

২৫ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

২৬ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, "মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর নূর-অল-ইমান সমাজ ও আঞ্জুমান হেমায়েতে এসলাম", পৃ. ১৩৯

২৭ ফজলুল হক, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২৯ ১। বালক-বালিকাগণের উপোযোগী বিবিধ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা।
২। বয়স্ক নর-নারী দিগকে জনপথ প্রদশনার্থ হিতকর গৃহপাঠ্য ও অবসর পাঠ্যপুস্তক ও পত্রিকা প্রচার করা।

৩। আরবি, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার উৎকৃষ্টগ্রন্থ সকল বাংলা ভাষায় অনুবাদও প্রচার করা।
৪। উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ টাইপ সৃষ্টি করত তাদ্বারা কোরআন শরীফ ও আরবি ও ফারসি গ্রন্থ ছাপাকরা।
৫। শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক দেশ হিতকর গ্রন্থাদি প্রচার করা।
৬। গ্রন্থকারদিগকে তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ প্রচারে সাহায্যে করা।
৭। প্রচারক প্রেরণ দ্বারা মৌখিক উপদেশ প্রচারে শিক্ষিত সর্বসাধারণকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করা।
৮। চিন্তা ও পত্রিকার আদান প্রদান হেতু সমাজের পক্ষ থেকে এক খানি পত্রিকা প্রকাশ করা। নানা বিষয়ক পরামর্শ মতভেদের মীমাংসা এবং সামাজিক হিতকর কার্যের প্রণালী ইত্যাদি সংবলিত নানাবিধ প্রবন্ধ ইহাতে আলোচনা করা হইবে।
সাইফুদ্দীন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৩০ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭
৩১ মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৩২ ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
৩৪ ফজলুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৩৫ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৩৭ ফজলুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৭
৩৮ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৮৫
৩৯ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
৪০ ১. কি উপায়ে ধর্মের উন্নতি হবে; ২. কি প্রকারে মুসলমান সম্প্রদায়ের (কওমের) লুপ্ত গৌরব ফিরে আসবে; ৩. কি সে ন্যায্য জীবিকার পথ প্রশস্ত হবে, এবং ৪. কি উপায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যার আলো প্রবেশ করবে ও মুসলমান বালকদেরকে বিদ্যা শিক্ষায় সাহায্য করা যাবে। এই সকল পরামর্শ করিয়া গভর্ণমেন্ট আইন সঙ্গত উপায় অবধারণ ও তাহা কার্য প্রচলন ইহাই এই সভার উদ্দেশ্য। কাজী আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
৪১ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
৪২ ফজলুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৪৩ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
৪৪ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ইসলাম প্রচারক, (আশ্বিন, ১২৯৬), ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
৪৫ মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
৪৬ এস.এম. আব্দুল লতিফ, "ব্রিটিশ শাসনামলে কতিপয় বরেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সামাজিক ব্যক্তিত্ব", প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১৪
৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১৩
৪৮ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
৫০ মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯
৫১ নরহরি কবিরাজ, (সম্পাদিত) উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ, তর্ক-বির্তক, (কলিকাতা: কে.পি. বাগচি এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৪), পৃ. ১৫-১৬
৫২ আব্দুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর*, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯), পৃ. ১৮৯-১৯১
৫৩ Siddiqui, Ashraf (ed.) *Op., Cit,* p. ৩৮.

৫৪ মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, সুবর্ণ দিনের বিবর্ণ স্মৃতি, (রাজশাহী ঃ উত্তরা সাহিত্য মজলিস, ১৯৮৭), পৃ. ১৭০
৫৫ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, ঊনবিংশ শতাব্দী, (কলিকাতা: কে.পি. বাগচি এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৭), পৃ. ১৬
৫৬ রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ১৫৫
৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪
৫৯ মফিজুল্লাহ কবির, "নীল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ভূমিকা", সমাজ নিরীক্ষণ পত্রিকা-১, (ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৭৮), পৃ. ৮৭
৬০ ফজলুল হক, "রাজশাহীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য", প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮, ৫০।
৬১ সিরাজুল ইসলাম, "আঠারো-উনিশ শতকে কৃষক বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত", সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মুনতাসীর মামুন (সম্পা.) বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬), পৃঃ ১০।
৬২ চিত্তব্রত পালিত, "পাবনা বিদ্রোহের স্বরূপ", প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬।
৬৩ ফজলুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫০
৬৪ Siddiqui, Ashraf (ed.). Rajshahi District Gazetter, *Op., Cit.,* p. ৩৯.
৬৫ চিত্তব্রত পালিত, পাবনা বিদ্রোহের স্বরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৫
৬৬ নরহরি কবিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
৬৭ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, তসিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
৭০ সাইফুদ্দিন চৌধুরী, তসিকুল ইসলাম (সম্পা.), রাজশাহী প্রতিভা ১ম খণ্ড, (রাজশাহী: রাজশাহী এসোসিয়েশন, ২০০০), পৃ. ২৫৫
৭১ সাইদ উদ্দীন আহমদ, "রাজশাহীর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব", রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, (রাজশাহী: ১৯৯৪), পৃ. ২০৪-২০৫
৭২ এস.এম. আব্দুল লতিফ, "শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী সংগঠন: রাজশাহী এসোসিয়েশন", রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা, (রাজশাহী: ১৯৮৭), পৃ. ৫
৭৩ অমর দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৭৪ এম.আর. আখতার মুকুল, কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৭), পৃ. ৪৭
৭৫ Bagal, Jogeschandra, History of the Indian Association (১৮৭৬-১৯৫১) (Calcutta : Indian Association, ১৯৫৩), p. XLVIII.
৭৬ Ibid, p. ৫১, ৬৪
৭৭ মোহাম্মদ কসিমউদ্দীন মোল্লা, "মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারা", ইতিহাস, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭৭ বাং), পৃ. ৮-১৬
৭৮ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), পৃ. ২৩০
৭৯ Siddiqui, Ashraf (Ed.)., *Op. cit.,* p. ৪০.
৮০ যজ্ঞভঙ্গ, পত্রিকার সংখ্যা ও বর্ষ নাই। পৃ. ২-৩